বনের কুসুম

"সবার উপরে মানুষ সত্য, তার উপরে সত্য নাই"

বনের কুসুম তোরে আমি
বড়ই ভালবাসি,—
তুই যে আমার বুকের স্নেহ ;
তুই যে প্রাণের হাসি।
এই নিখিলের বিজন বনে
আমি যে লো তোরই সনে
জুড়াই তপ্ত প্রাণের জ্বালা
নিত্য নিরবাসি'।

বনের কুসুম তোরে আমি
বড়ই ভালবাসি,
তুই যে আমার প্রাণের আলো,
তুই যে উষার হাসি।
এই জীবনের গভীর রাতে
তোর সুখেতে মন যে মাতে,
তোর হাসিতে ডুবল আমার
উজল দুখনাশী।

বনের কুসুম তোরে আমি
বড়ই ভালবাসি ;
তোর অধরে ঝরে যে মোর
স্বরগ সুধা রাশি।

তুই যে আমার মত,
তুই যে আমার চিত্তগত।
তুই যে লো মোর সাধনার ধন,
তোর আনন্দে ভাসি।
বনের কুসুম তোরে আমি
বড়ই ভালবাসি
তুই যে আমার এজনমের
সকল শোভা রাশি।
তোর মুখের ও কোমল আলো
আমার বড় লাগে ভালো
নন্দনেরই বালিকা তুই
যদিও বনবাসী।
বনের কুসুম মরব আমি
তোরেই ভালবাসি'।
তোর নয়নে ডাকছে মোরে
যেন স্বর্গবাসী!
তুই যে উজল সুবোধ মেয়ে,
নিঠুর বিশ্বে চেয়ে চেয়ে
হাসিটি তোর হয়নিকো ম্লান,
উঠিস্ যে উল্লাসি'।
মুছিয়ে দে মোর যতেক ব্যথা
যত অশ্রুরাশি॥

কবি—শ্রীসূর্য্য কুমার দাশ—(মোক্তার)
তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী, কলাবিভাগ!